যুগান্তর

তারিখ ...24. AUG. 2015...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...৬...

# বাকৃবিতে দ্বিমুখী নীতিতে কেউ হারালেন চাকরি কেউ বহাল

এসএম আশিফুল ইসলাম, *বাকৃবি থেকে*

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনেক কর্মচারীর ব্যাংক ড্রাফট না থাকা, একই ব্যক্তির ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে নিয়োগ হওয়া, এক পদে আবেদন করে অন্য পদে চাকরি হওয়া এবং তদন্তে নানা অনিয়ম পাওয়ায় ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ৯৫ কর্মচারীর নিয়োগ বাতিল করে কর্তৃপক্ষ। অথচ ঠিক একই কারণে চাকরি হারাতে হয়নি অনেক কর্মচারীর। এমনটাই দাবি চাকরি হারানো কর্মচারীদের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাজ্জাদ হোসেন সাত্তার, লিটন, শরিফ, আসাদুজ্জামান সুমন, আজহারুল ইসলাম, নাসিরউদ্দীন লালমিয়া, মোশারফ হোসেনসহ নাম না জানা আরও ২০-২৫ জন কর্মচারী এক পদে আবেদন করে অন্য পদে চাকরি পেয়েছেন এবং তারা সবাই স্বপদে বহাল আছেন। এছাড়া খাইরুল ও ইসলাম নামের দুই কর্মচারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও চাকরি হারাতে হয়নি। অন্যদিকে ঠিক একই কারণে ৯৫ কর্মচারীর নিয়োগ বাতিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বুধবার থেকে প্রশাসনিক ভবনের পাশে অবস্থান ধর্মঘট পালন করা চাকরি হারানো কর্মচারীরা এ দাবি করেছেন। প্রশাসনের এমন দ্বিমুখী নীতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ওই কর্মচারীরা। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগের জন্য ১৭ পদে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ওই ১৭টি পদের বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হয় ৩৩ জনকে। যার মধ্যে ১৪ জনকে রেখে বাকিদের নিয়োগ বাতিল করে প্রশাসন। নিরাপত্তা শাখা থেকে চাকরি হারানো ঝুমা রানী সূত্রধর, আবদুল হামিদ, স্বপন মিয়া, জালাল উদ্দিন আনসার বাহিনীতে চাকরিরত ছিলেন। প্রত্যেকের বাড়িই ময়মনসিংহে হওয়ায় বাড়ির পাশে কর্মস্থলের আশায় আগের চাকরি ছেড়ে বাকৃবিতে যোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া মো. ফরিদ মিয়া, মজিবুর রহমান, তাজুল ইসলাম, ওমর ফারুক, জানে আলমসহ আরও অনেকেই দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক চাকরি করলেও স্থায়ী হয়নি তাদের চাকরি। অন্যদিকে সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হকের অনিয়মের ওই নিয়োগে যাদের এক পদে আবেদন করে অন্য পদে নিয়োগ এবং কোনো আবেদন না করেও যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল সেসব নিয়োগ বহাল রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন চাকরি হারানো ওই কর্মচারীরা। চাকরি হারানো কর্মচারীদের অভিযোগ, যারা তদবির করে চাকরি হাতিয়েছেন তারাই বহাল রয়েছেন, আর তদবির ছাড়া যাদের চাকরি হয়েছে তাদেরই বাদ দেয়া হয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গঠিত ওই তদন্তও সঠিক নয় বলে দাবি অনেকের। এদিকে ক্যাম্পাসে নিয়োগ বাতিল নিয়ে জটিলতা সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. একেএম জাকির হোসেন বলেন, ভিসি হজ থেকে ক্যাম্পাসে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের কিছু করার নেই।